ব্রহ্মবিদ্যা ।

আচার্য্যবর্য্যেণ

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিদেবেন্দ্রনাথঠাকুরমহোদয়েন

সঙ্কলিতা ।

বিশ্বজীবন-সম্পাদকেন

শ্রীমহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধিনা অনূদিতা

প্রকাশিতা চ ।

কলিকাতা,

৬নং কলেজ-স্কোয়ার সাম্য-যন্ত্রে,

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিতা ।

১৩১০ ।

ওঁ

মঙ্গলাচরণম্।

নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ নমস্তেঽস্তু।

ব্রহ্মবিদ্যা পরা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা পরং ধনং।
ব্রহ্মবিদ্যা পরং স্থানং ব্রহ্মবিদ্যা বিমুক্তয়ে॥
ব্রহ্মবিদ্যা পরা শান্তি ব্রহ্মবিদ্যা পরং পদং।
ব্রহ্মবিদ্যা পরং শ্রেয়ো ব্রহ্মবিদ্যা পরা গতিঃ॥
ব্রহ্মবিদ্যা পরং গুহ্যং ব্রহ্মবিদ্যা পরো গুরুঃ।
ব্রহ্মবিদ্যা পরানন্দং ব্রহ্মবিদ্যা পরং গৃহম্॥
রোগার্ত্তানাং শোকার্ত্তানাং ভয়ার্ত্তানাং তথৈবহি।
শান্তিনিকেতনং হ্যেষা ব্রহ্মবিদ্যা ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্মবিদ্যা দেববিদ্যা দেবেন্দ্রেণ সুপূজিতা।
হৈমবতী উমা এষা হৃদয়ানন্দদায়িনী॥
অবিদ্যাতমোনাশায় দুঃখশোকপ্রশান্তয়ে।
ইহামুত্র সুভদ্রায় ব্রহ্মবিদ্যাং সমাশ্রয়॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥

6 APR 1904

ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবিদ্যা কহিছেন ব্রহ্মবাদিগণ।
শুচি সমাহিত চিত্তে কর অধ্যয়ন ॥ ১ ॥

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

যাঁহা হ'তে এই বিশ্ব জন্মে পরে পরে।
জনমি যাঁহার ইচ্ছামতে স্থিতি করে ॥
যাঁহে গিয়া শেষে বিশ্ব ক্রমে পায় লয়।
জানিতে বাঞ্ছহ তাঁরে তিনি ব্রহ্ম হয় ॥ ২ ॥

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥ ৩ ॥

আনন্দ হইতে জন্মে এই ভূতগণ।
রহিয়া আনন্দে করে জীবন ধারণ ॥

আনন্দে গমন করে যবে হয় শেষ।
আনন্দেতে অবশেষে করয় প্রবেশ॥ ৩॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ৪॥

মনঃসহ বাক্য যেই ব্রহ্মে না পাইয়া।
যাহা হ'তে অবশেষে আসয় ফিরিয়া॥
সে ব্রহ্মের আনন্দ যে অবগত হয়।
কিছুতেই সেই জন নাহি পায় ভয়॥ ৪॥

রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥৫॥

রসের স্বরূপ সেই পরম ঈশ্বর।
সেই রস লভি জীব সুখী নিরন্তর॥ ৫॥

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ-আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি॥ ৬॥

করিত শরীর-চেষ্টা বল কোন্ জন।
কেই বা করিত বল জীবন ধারণ॥
যদ্যপি আকাশ মাঝে এই পরাৎপর॥
না রহিত পূর্ণানন্দ পরম ঈশ্বর॥
আনন্দ-স্বরূপ এই পরম কারণ।
করিছেন সবারে আনন্দ বিতরণ॥ ৬॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ ॥ ১ ॥

এই যে দেখিছ সৌম্য বিচিত্র সংসার।
অগ্রেতে নাহিক ছিল কিছুই ইহার ॥
একমাত্র অদ্বিতীয় পরম মঙ্গল।
সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন কেবল ॥
অজর অমর তিনি অমৃত অভয়।
মহানজ পরমাত্মা পরিপূর্ণ হয় ॥ ১ ॥

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ ॥ ২ ॥

সৃজনের তরে তিনি করি আলোচনা।
এ সকল যাহা কিছু করিল রচনা ॥ ২ ॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥

ইহা হ'তে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় সকল।
জ্যোতি জল বায়ু আর গগনমণ্ডল ॥
সবার আধার এই বিশাল ধরণী।
সমুৎপন্ন হয় ইহা নিগমেতে শুনি ॥ ৩ ॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৪ ॥

ইহাঁর ভয়েতে প্রজ্জলিত হুতাশন।
ইহাঁর ভয়েতে রবি দিতেছে কিরণ।
ইহাঁর ভয়েতে বায়ু হয় বহমান।
মেঘ মৃত্যু স্ব স্ব পথে করিছে প্রয়াণ ॥ ৪ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১ ॥

বিশেষিয়া আত্মজ্ঞান লাভের কারণ।
গুরু সন্নিধানে শিষ্য করিবে গমন ॥
সেই সুবিদ্বান্ গুরু আগত শিষ্যেরে।
সম্যক্ প্রশান্তচিত্ত দেখিয়া তাহারে ॥
শমান্বিত শিষ্যে গুরু করিবেন দান।
সেই বিদ্যা যাহে সত্য অক্ষর মহান্ ॥
পুরুষেরে অবগত হইবারে পারে।
সেই সার ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানিবে তারে ॥ ১ ॥

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ২॥

ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ আর।
অথর্ব্ব জ্যোতিষ ছন্দ নিরুক্ত আবার॥
শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ বিদ্যা সমুদয়।
অপরা বলিয়া তাহা নিগমেতে কয়॥
যে বিদ্যায় জানা যায় পুরুষ অক্ষর।
সেই পরা বিদ্যা বলি খ্যাত চরাচর॥ ২॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ৩॥

অদৃশ্য অগ্রাহ্য তিনি চক্ষুকর্ণহীন।
অমস্বরূপ-হস্ত আর চরণ-বিহীন॥
জনম মরণ হ্রাস নাহিক যাঁহার।
অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বগত সর্ব্বমূলাধার॥
সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মে সদা ধীরজন।
সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে করেন দর্শন॥ ৩॥

এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রম্॥ ৪॥

হে গার্গি প্রণাম যাঁরে করেন ব্রাহ্মণ।
তিনি সেই অবিনাশী ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥
অস্থূল অনণু তিনি অহ্রস্য মহান্।
অদীর্ঘ ইন্দ্রিয়াতীত নাহি পরিমাণ॥
লোহিতাদি বর্ণ তাহে নাহি দেখা যায়।
অস্নেহ—জলীয় বস্তু নাহি কিছু তাঁর।
আকাশ পবন কিম্বা ছায়া অন্ধকার।
এ সব অবস্তু বলি ঘোষয় সংসার॥
এ সবার কিছু নহে সেই পরাৎপর।
নিত্য সত্য সার সত্য পরম ঈশ্বর॥
রস-গন্ধ-চক্ষু-কর্ণ-বাক্য-সঙ্গ-হীন।
শারীরিক-প্রাণ-মন-বদন-বিহীন॥
তেজোহীন কার সহ উপমা তাঁহার।
নাহি হয়, একমাত্র তিনি সারাৎসার॥ ৪॥

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ॥ ৫॥

হে গার্গি এ অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে।
বিধৃত তপন শশী ভ্রমিছে গগনে॥ ৫॥

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ॥ ৬॥

এ অক্ষর পুরুষের শাসনে বিধৃত।
দ্যুলোক ভূলোক গার্গি রহিয়াছে স্থিত॥ ৬॥

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা-

মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি॥ ৭॥

হে গার্গি এ অবিনাশী ব্রহ্মের শাসন।
অতিক্রম করিবারে নারে কোন জন॥
নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র পক্ষ মাস।
বিধৃত হইয়া তাঁহে করিতেছে বাস॥ ৭॥

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোऽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোऽন্যাঃ॥ ৮॥

পশ্চিম-পূর্ব্ব-বাহিনী কত নগনদী।
শ্বেত গিরি হ'তে বহমান নিরবধি॥
হে গার্গি এ অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে।
এ সকল সন্দ্যমান দেখি প্রতিক্ষণে॥ ৮॥

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি॥ ৯॥

এই অবিনাশী ব্রহ্মে না জানি যে জন।
যদিও সহস্র বর্ষ করে আচরণ॥
হোম যাগ তপস্যাদি তথাপি সে জন।
স্থায়ী ফল প্রাপ্ত গার্গি না হয় কখন॥ ৯॥

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ

ষ্ক্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা-স্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০ ॥

এই অবিনাশী ব্রহ্মে না জানি যে জন।
ইহলোক ত্যজি গার্গি করয় গমন ॥
অতি কৃপাপাত্র দীন জানিবে তাহায়।
কৃপণ বলিয়া সেই কথিত ধরায়।
হে গার্গি এ অবিনাশী ব্রহ্মকে জানিয়া।
এই মর্ত্ত্যধাম হ'তে যায় যে চলিয়া।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি বিদিত সংসারে।
ভাগ্যবান্ নরশ্রেষ্ঠ জানিবে তাঁহারে ॥ ১০ ॥

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্র-মতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্রে তস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যা-কাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ॥ ১১ ॥

অদৃষ্ট স্বয়ং দ্রষ্টা পুরুষ অক্ষর।
কেহ তাঁরে দেখে নাই তিনি নিরন্তর ॥
দেখিছেন সব তিনি শুনিছে সকল।
শুনিতে তাঁহার বাণী কার আছে বল ॥
অশ্রুত, আপনি শ্রোতা, তাঁহারে কখন।
কোন জন নাহি পারে করিতে মনন ॥
কিন্তু তিনি আপনি মনন সবাকারে।
করিছেন নিরন্তর দেখহ তাঁহারে ॥
হে গার্গি তাঁহারে জ্ঞাত কেহ নাহি হয়।
সকলি জানেন সেই পুরুষ অব্যয় ॥

হে গার্গি এ অবিনাশী ব্রহ্মে অনুক্ষণ।
ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত অসীম গগন॥ ১১॥

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥১২॥

ইহাঁর ভয়েতে বায়ু হয় বহমান।
ইহাঁর ভয়েতে কর দেয় অংশুমান্॥
ইহাঁর ভয়েতে অগ্নি মেঘ মৃত্যু ধায়।
সকলি শাসনে তাঁর স্ব স্ব কাজে যায়॥ ১২॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ১৩॥

জীবনস্বরূপ এই জগতে ঈশ্বর।
তাঁহা হ'তে বিনিঃসৃত বিশ্ব চরাচর॥
যথানির্দ্দেশিত নিয়মেতে অবিরাম।
প্রবর্ত্তিত হইতেছে নাহিক বিরাম॥
উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ঙ্কর।
যাঁরা জানে তাঁরে, তাঁরা হয়েন অমর॥ ১৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহবাচম্।
সউ প্রাণস্থ প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ॥ ১ ॥

করণের কর্ণ যিনি মনের যে মন।
বাক্যের যে বাক্য তিনি জীবন-জীবন ॥
চক্ষুর যে চক্ষু সেই পূর্ণ পরাৎপর।
তাঁহারে জানিতে বাঞ্ছা কর নিরন্তর ॥ ১ ॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ২ ॥

চক্ষুর অগম্য তিনি মনের অতীত।
বচনের গম্য ব্রহ্ম নহে কদাচিত ॥
বিশেষ আমরা তাঁর কিছুই না জানি।
কেমনেতে বল মোরা তাঁহারে বাখানি।
কিরূপেতে উপদেশে দিব তাঁর তত্ত্ব।
তাঁহাকে না জানি তাঁর অতুল মহত্ত্ব ॥
বিদিত কি অবিদিত যাহা কিছু হয়।
তাহা হ'তে ভিন্ন তিনি জানিহ নিশ্চয় ॥
এইমাত্র উপদেশ জানি মোরা সার।
তাহা ছাড়া অন্য কিছু নাহি জানি আর ॥

পূর্ব্বতন যে সকল ব্রহ্মবাদিগণ।
ব্রহ্মতত্ত্ব মো সবারে করেছেন দান॥
তাঁহাদেরও সন্নিধানে এরূপ কথন।
বহুবার মোরা সবে করেছি শ্রবণ॥ ২॥

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৩॥

বচনেতে প্রকাশিত নহেন যে জন।
কিন্তু যিনি বাক্‌শক্তি করেন প্রেরণ॥
তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলি জান নিরন্তর।
পরিমিত অন্য যাহা পূজা করে নর॥
এদের কিছুই ব্রহ্ম নহে কদাচন।
এ সবে ব্রহ্মের পূজা না হয় কথন॥ ৩॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥৪॥

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা কহেন সবারে।
মনেতে মনন যাঁরে করিবারে নারে॥
কিন্তু যিনি মানবের সকল মনন।
অবগত পূর্ণজ্ঞান জগতকারণ॥
তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলি জান নিরন্তর।
পরিমিত অন্য যাহা পূজা করে নর॥
এদের কিছুই ব্রহ্ম নহে কদাচন।
এ সবে ব্রহ্মের পূজা না হয় কথন॥ ৪॥

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপম্॥ ৫ ॥

ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি আমি।
এরূপ কথন যদি মনে কর তুমি॥
তবে সুনিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ।
অতি অল্প জানিয়াছ বুঝিব এরূপ॥ ৫ ॥

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ ৬ ॥

ভালরূপে লাভ করিয়াছি ব্রহ্মজ্ঞান।
এমন মনেতে কভু নাহি দিই স্থান॥
ব্রহ্মকে যে জানি নাই নহে ত এমন।
জানি যে এমনো নহে শুন ধীর জন॥
না জানি এমন নহে জানি যে এমন;
নহে" এ বাক্যের মর্ম্ম জানে যেই জন॥
আমাদের মধ্যে তিনি জানেন তাঁহারে।
অপর কেহই তাঁরে বুঝিবারে নারে॥ ৬ ॥

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ ৭ ॥

ব্রহ্মের স্বরূপ আমি নহি অবগত।
এইরূপ যেই জন হয়েন নিশ্চিত॥
সে জন নিশ্চিত লভিয়াছে ব্রহ্মজ্ঞান।
ব্রহ্মবিৎ ইহাতে না হন সন্দিহান॥

আর যাঁর এরূপ ধারণা মনে হয়।
ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়াছি সুনিশ্চয়॥
ব্রহ্ম হতে বহুদূরে ভ্রমেন সে জন।
ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত নহেন কখন॥
জ্ঞানীর বিশ্বাস এই জানিবে নিয়ত।
ব্রহ্মের স্বরূপ আমি নহি অবগত॥
যেই জন সেইরূপ নহেন ধীমান্।
তাঁহাদের বিশ্বাস লভিয়াছি ব্রহ্মজ্ঞান॥৩॥

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি॥ ৮॥

জানিতে পারিলে তাঁরে সার্থক জীবন।
এ সংসারে, মহানর্থ হয় সংঘটন॥
জানিতে নারিলে তাঁরে এই মর্ত্যধামে।
অতএব ধীরগণ স্থাবর জঙ্গমে॥
সমুদয়ে একমাত্র পরম ঈশ্বর।
উপলব্ধি করি পরে ত্যজি কলেবর॥
দিব্যধামে অমৃতের লভিয়া আশ্রয়।
হয়েন অমর ইহা মুনিগণ কয়॥ ৮॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১॥

এ বিশ্বের অন্তর্গত যাহা কিছু হয়।
তাঁহাতেই পরিব্যাপ্ত আছে সমুদয় ॥
ব্রহ্মানন্দ ভুঞ্জ ত্যজি কলুষ-চিন্তন।
কারো ধনে লোভ নাহি করিও কখন ॥ ১ ॥

অনেজদেকং মনসোজবীয়োনৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো-মাতরিশ্বা দধাতি ॥২॥

পরব্রহ্ম একমাত্র জানিবে কেবল।
মন হ'তে বেগবান্ অথচ অচল ॥
সেই অগ্রগামী ব্রহ্মে ইন্দ্রিয় নিচয়।
প্রাপ্ত নাহি হয় কভু জানিবে নিশ্চয় ॥
ঐ দ্রুতগামী মন ইন্দ্রিয় সকলে।
স্থির থাকিয়াও তিনি অতিক্রমি চলে ॥
জগত-জীবন লভি তাঁর অধিষ্ঠান।
প্রাণিদের দেহ চেষ্টা করিছে বিধান ॥ ২ ॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥৩॥

গমন করেন তিনি অথচ অচল।
নিকটে কি দূরে তিনি রন সর্ব্বস্থল॥
সবাকার অন্তরেতে তিনি বিদ্যমান।
সকলের বাহিরেও এক ভগবান্॥ ৩ ॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানন্ততোন বিজুগুপ্সতে ॥৪॥

ব্রহ্মেতে সংস্থিত সব দেখে সেই জন।
ব্রহ্মসত্তা সকলেতে করেন চিন্তন॥
তিনি আর অবজ্ঞা না করেন কাহার।
সকলের সহ করে সম ব্যবহার॥ ৪ ॥

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরংশুদ্ধম-
পাপবিদ্ধম্। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্য-
তোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৫॥

সর্ব্বব্যাপী নিরমল তিনি নিরাকার।
অতএব শিরাব্রণ কিছু নাই তাঁর।
পবিত্র অপাপবিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।
সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল-আকর॥
স্বপ্রকাশ সদা সবে জগত-নিধান।
যথা উপযুক্ত অর্থ করিছে বিধান॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ॥১॥

হইয়া একাগ্রচিত্ত বাঞ্ছ ব্রহ্ম-জ্ঞান।
ব্রহ্মজ্ঞানী প্রাপ্ত হন পরম নিধান ॥ ১ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥২॥

যিনি সত্য জ্ঞানানন্ত ব্রহ্মকে আপন।
দেহের পরমাকাশে স্থিত অনুক্ষণ ॥
আত্মস্থ করিয়া জানে তিনি ব্রহ্ম সহ।
সকল কামনা ভোগ করে অহরহ ॥ ২ ॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥৩॥

সর্ব্ববিৎ ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বজ্ঞ অপার।
ভূলোকে দ্যুলোকে এই মহিমা যাঁহার ॥
আনন্দ অমৃতরূপে যিনি প্রকাশিত।
জ্ঞানবান্ জ্ঞানে তাঁরে দেখেন নিয়ত ॥ ৩ ॥

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো
বিদুঃ ॥৪॥

যাঁহারা আপন আত্মা হন অবগত।
হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠকোষে তাঁহারা নিয়ত ॥
জানে নিরমল নিরাকার নিরন্তর।
সে শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি পরম ঈশ্বর ॥ ৪ ॥

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যু-
তোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেবভান্তমনুভাতি
সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥৫॥

প্রকাশ করিতে তাঁরে রবি শশী তারা।
নাহি পারে সবে হারে প্রকাশিতে তারা ॥
এই ক্ষণ-প্রভা তাঁরে প্রকাশিতে নারে।
কেমনে অনল বল প্রকাশিতে পারে ॥
দীপ্যমান ব্রহ্মের প্রকাশে নিরন্তর।
দীপ্তি পাইতেছে এই বিশ্ব চরাচর ॥
তাঁর প্রকাশেতে প্রকাশিত এ ভুবন।
আত্মার জ্যোতিতে তিনি প্রকাশিত হন ॥ ৫ ॥

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্
বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ
ক্রিয়াবানেষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৬॥

যিনি এই সর্ব্বভূতে পাইছে প্রকাশ।
জীবনস্বরূপ এই জগত-নিবাস॥
অতিক্রম করিয়া তাঁহারে জ্ঞানী জন।
কোন কথা কভু নাহি করে উচ্চারণ॥
পরম আত্মাতে ক্রীড়া করেন এ জন।
পরম আত্মাতে ইনি করেন রমণ॥
সর্ব্বদা মঙ্গল কার্য্যে হয়েন তৎপর।
ব্রহ্মবিৎ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই নর॥ ৬॥

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥৭॥

অচিন্ত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অতীব মহান্।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর দিব্য ভগবান্॥
দূর হ'তে বহু দূরে তিনি দীপ্যমান।
এই নিকটেও তিনি দেখ বিদ্যমান॥
এ সব চেতনাবান্ জীবের আত্মায়।
সাক্ষিরূপে বিরাজিত দেখিতেছি তাঁয়॥ ৭।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব—
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৮॥

চক্ষুর অগ্রাহ্য তিনি বাক্যগ্রাহ্য নন।
ইন্দ্রিয় নিচয় অন্য না করে গ্রহণ॥
তপস্যা বা যজ্ঞলভ্য নহেন ঈশ্বর।
জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা তাঁরে শুদ্ধসত্ব নর॥
ধ্যানযুক্ত হ'য়ে সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
নিরাকারে উপলব্ধি করে অনুক্ষণ॥ ৮॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ১॥

সর্ব্ব ঈশ্বরের যিনি পরম ঈশ্বর।
সকল পতির পতি যেই পরাৎপর॥
সর্ব্ব দেবতার যিনি পরম দেবতা।
পরিপূর্ণ পরাৎপর পিতা পরিত্রাতা॥
সেই স্তবনীয় দেব ভুবন-ঈশ্বর।
পরিজ্ঞাত হই মোরা মানব-নিকর॥ ১॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ২ ॥

নাহিক তাঁহার দেহ ইন্দ্রিয়-নিচয়।
তাঁহা হ'তে শ্রেষ্ঠ কারে নাহি দেখা যায় ॥
অথবা তাঁহার কেহ নাহিক সমান।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র প্রভু ভগবান্ ॥
বিচিত্র মহতী শক্তি শ্রুত হয় তাঁর।
জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া স্বভাব ইহাঁর ॥ ২ ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
সকারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৩ ॥

জগতে তাঁহার পতি নহে কোন জন।
নিয়ন্তাও নাহি তাঁর নাহিক গঠন ॥
সকলের হেতু তিনি মানসাধিপতি।
নাহিক জনক তাঁর নাহি অধিপতি ॥ ৩ ॥

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪ ॥

মহাত্মা ও বিশ্বকর্ম্মা এই বিশ্বপতি।
ইনি মানবের হৃদে করিছেন স্থিতি ॥

হৃদগত সংশয়হীন বুদ্ধিতে যখন।
পরিদৃষ্ট, প্রকাশিত হয়েন তখন॥
যাঁহারা জানেন এই ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহারা অমর হন বেদের বচন॥ ৪ ॥

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি॥ ৫ ॥

অতীব দুর্জ্ঞেয় সেই পরম ঈশ্বর।
গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট সকলে নিরন্তর॥
আত্মাতে জানিবে তাঁর সদা অধিষ্ঠান।
অতীব সঙ্কট স্থানে তিনি বিদ্যমান॥
সেই পুরাতন ব্রহ্ম সত্য নিত্যধন।
অধ্যাত্মযোগেতে তাঁরে সদা ধীরজন॥
অবগত হ'য়ে সেই পরম দেবতা।
হর্ষশোক হ'তে মুক্ত হয়েন সর্ব্বথা॥ ৫ ॥

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং
মনসো যে মনোবিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম
পুরাণমগ্র্যম্॥ ৬ ॥

তাঁহারা নিশ্চয়রূপে এই পুরাতন।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম অবগত হন॥
যাহারা তাঁহারে জানে জীবনজীবন।
চক্ষুর সে চক্ষু আর মনের সে মন॥

শ্রোত্রের সে শ্রোত্র বলি জানেন সর্ব্বথা।
সবার আশ্রয় এই পরম দেবতা॥ ৬॥

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥ ৭॥

একমাত্র পরব্রহ্ম জানিবে কেবল।
উপমারহিত, নিত্য, এই সুনির্ম্মল॥
জনমবিহীন আত্মা অতীব মহান্,
আকাশ-অতীত অবিনাশী ভগবান্॥
সব হ'তে মহত্তম জানিবে তাঁহারে।
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহিক সংসারে॥ ৭॥

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্॥ ৮॥

রাত্রিদিন দ্বারা দেখ যাঁহার শাসনে।
সংবৎসর পরিবর্ত্ত হয় প্রতিক্ষণে॥
অমৃত জ্যোতির জ্যোতি জগত-ঈশ্বর।
সবার আয়ুর হেতু সেই পরাৎপর॥
সেই দেবদেবে দেখ যত দেবগণ।
উপাসনা তাঁহার করিছে অনুক্ষণ॥ ৮॥

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কণীয়ান্॥৯॥

সেই সর্ব্ববশী সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর।
সবাকার অধিপতি তিনি নিরন্তর॥
সাধু কর্ম্মে বৃদ্ধি তাঁর না হয় কখন।
অসাধু কার্য্যেও হ্রাস নহে কদাচন॥ ৯॥

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়॥ ১০॥

ইনি সর্ব্বেশ্বর ইনি ভূত-অধিপতি।
সবার পালক ইনি সবাকার গতি॥
এই ব্রহ্ম লোকভঙ্গ-নিবারণ তরে।
সেতুরূপে ধারণ করিছে চরাচরে॥ ১০॥

অস্মিন্ দ্যৌ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচোবিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈয সেতুঃ॥ ১১॥

দ্যুলোক-ভূলোক আর অসীম গগন।
ইন্দ্রিয় নিকর আর মানবের মন॥
ইহাঁতে আশ্রিত হ'য়ে রয়েছে সকল।
সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জান অবিরল॥
অপর সকল বাক্য কর পরিহার।
অমৃতের সেতু এই জগত আধার॥ ১১॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ॥ ১২॥

জন্ম-মৃত্যু-হীন তিনি অমৃত-আকর।
জানিছেন সব সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর॥
স্বয়ম্ভু সে জন এঁর নাহিক কারণ।
আপনিও অন্য বস্তু না হন কখন॥ ১২॥

যদর্চ্চিমদ্‌যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্‌ লোকানিহিতা-লোকিনশ্চ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তৎ বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি॥ ১৩॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময় অণু হ'তে অণীয়ান্‌।
যাঁহাতে সকল লোক আছে অধিষ্ঠান।
এ সকল লোকবাসী যত জীবদল।
তাঁহাতে স্থাপিত হ'য়ে রয়েছে সকল॥
তিনি সত্য তিনি নিত্য অমৃত অভয়।
আপন আত্মার বেধ্য জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব আত্মা দিয়া, হে সৌম্য, তোমার।
বিদ্ধ কর তুমি সেই জগত-আধার॥ ১৩॥

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥ ১৪॥

প্রণবেরে ধনু আর জীবাত্মারে শর।
পরব্রহ্মে লক্ষ্যরূপে জান নিরন্তর॥
অপ্রমত্ত হইয়া প্রণব-ধনু ধরি।
জীবাত্মা-স্বরূপ শরে ব্রহ্ম লক্ষ্য করি॥
বিদ্ধ করিবেক সেই পরম নিধান।
শরবৎ তন্ময় করিবে অবস্থান॥ ১৪॥

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥

কঙ্কর-উত্তপ্তবালি-বিবর্জ্জিত স্থান।
আর যেই স্থান হয় শুচি ও সমান ॥
মনোরম মণ্ডপ আশ্রয় শব্দ জল।
বিরল সুগন্ধ বায়ু সেবিত যে স্থল ॥
বিপক্ষ-অনভিমুখে করি অবস্থান।
পরব্রহ্মে করিবেক আত্মা সমাধান ॥ ১৫ ॥

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥ ১৬ ॥

বক্ষ গ্রীবা শিরোদেশ করিয়া উন্নত।
সমভাবে স্বশরীর করিয়া স্থাপিত ॥
মনের সহিত স্বীয় ইন্দ্রিয়-নিকর।
হৃদয়েতে সন্নিবেশ করি অতঃপর।
ব্রহ্মরূপ ভেলককেতে করি আরোহণ।
ভয়াল সংসার-স্রোত করিবে তরণ ॥ ১৬ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবা-ভূমি জনয়ন্ দেবএকঃ॥

সর্ব্বত্র নয়ন তাঁর সর্ব্বত্র বদন।
সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু সর্ব্বত্র চরণ॥
নরদেহে বাহু, পক্ষ পক্ষীর শরীরে।
করেন সংযোগ ব্রহ্ম বিশ্ব চরাচরে॥
দ্যুলোক ভূলোক এই করেছে সৃজন।
সেই অদ্বিতীয় দেব নিখিল-কারণ॥ ১॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ২॥

হস্তমুখ চক্ষু শির সর্ব্বত্র চরণ।
সর্ব্বলোকে বিদ্যমান তাঁহার শ্রবণ॥
সকল জগত ব্যাপি করিছেন স্থিতি।
এক মাত্র পরমেশ জগতের পতি॥২॥

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপি সভগবান্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥ ৩॥

নানা-শির-মুখ-গ্রীবা-বিশিষ্ট ঈশ্বর।
সকল জীবের হৃদয়েতে নিরন্তর॥

অবস্থিত সর্ব্বব্যাপী সেই ভগবান্।
সুতরাং সর্ব্বগত মঙ্গল-নিধান ॥৩॥

অপাণিপাদোজবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ৪ ॥

হস্ত নাই তথাপিও করেন গ্রহণ।
পদ নাই তথাপিও করেন গমন ॥
চক্ষু নাই তথাপিও করেন দর্শন।
কর্ণ নাই তথাপিও করেন শ্রবণ ॥
যাহা কিছু বেদ্য তিনি জানিছে সকলে।
কিন্তু তাঁর জ্ঞাতা কেহ নাহিক ভূতলে ॥
সকলেব আদি পূর্ণ অতীব মহান্।
ইহা বলি জ্ঞানী তাঁরে করেন ব্যাখ্যান ॥৪॥

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন ॥ ৫ ॥

যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রায় মগন।
যে পূর্ণ পুরুষ রহি জাগ্রত তখন ॥
সকলের যাহা যাহা হয় প্রয়োজন।
সেই অর্থ বিনির্ম্মাণ করে অনুক্ষণ ॥
তিনি শুদ্ধ তিনি ব্রহ্ম অমৃত্ব রূপেতে।
উক্ত হন সব লোক আশ্রিত তাঁহাতে ॥

কেহ তাঁরে অতিক্রম করিতে কখন।
নাহি পারে, নিয়মিত নিখিল ভুবন ॥৫॥

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো-
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর সেই ভগবান্।
মহান্ হইতে তিনি অতীব মহান্ ॥
জীবের হৃদয়ে তিনি করিছেন স্থিতি।
ভোগ-ইচ্ছা-বিবর্জ্জিত সে জগত-পতি ॥
তাঁহারি প্রসাদে তাঁরে বীতশোক জন।
তাঁহার মহিমা সদা করেন দর্শন ॥৬॥

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

একমাত্র যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর।
সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মা যিনি নিরন্তর ॥
একরূপ বহুধা করেন যেই জন।
তাঁহারে যে ধীর স্বীয় আত্মাতে দর্শন ॥
করেন সাক্ষাৎ, নিত্য তার সুখভোগ।
অপরে কদাপি তাহা না করে সম্ভোগ ॥৭॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ৮ ॥

তাবৎ অনিত্য বস্তু মধ্যে যেই জন।
একমাত্র নিত্য সার সত্য সনাতন ॥
সব চেতনের যিনি এক চেতয়িতা।
একাকী তাবৎ কাম্য বস্তুর বিধাতা ॥
তাঁহারে যে সব ধীর আত্মাতে আপন।
লভিয়া সাক্ষাৎকার করেন দর্শন ॥
তাঁহাদের নিত্য শান্তি অন্য কোন জন।
সেই শান্তি লাভ নাহি করে কদাচন ॥৮॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥৯॥

হৃদয়ের গ্রন্থি সব ভগ্ন যবে হয়।
অমর এখানে জীব হয় সে সময় ॥
এই মাত্র উপদেশ জানিবেক সার।
ভগ্ন কর হৃদয়ের গ্রন্থি আপনার ॥৯॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-ঽভিচাকশীতি ॥১॥

শোভন পতন দুই বিহঙ্গ সুন্দর।
আশ্রয় করিয়া এক বৃক্ষের উপর॥
অবস্থান করিছে একত্র সর্ব্বক্ষণ।
উভে উভয়ের সখা প্রেমেতে মিলন॥
তার মাঝে এক সখা দেখ না কেমন।
মনসুখে লব্ধ ফল করয় ভোজন॥
অন্য নিরশন থাকি দেখেন কেবল।
ফলদাতা ফল দিয়া সুখী অবিরল॥১॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥২॥

জীবাত্মা শরীর মধ্যে রহি নিমগন।
দীনভাবে মুহ্যমান হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ॥
শোক করে; কিন্তু যবে দেখিবারে পায়।
সর্ব্বসেব্য ঈশ্বর ও তাঁর মহিমায়॥
তখন তাহার আর শোক নাহি থাকে।
আনন্দ-উদ্ভব হয় নিরখিয়া তাঁকে॥২॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরোন শোচতি ॥৩॥

জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধক যখন।
স্বপ্রকাশ পূর্ণ ব্রহ্ম করেন দর্শন॥
দেখে সেই বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বের কারণ।
সবার নিয়ন্তা সেই সত্য সনাতন॥
পুণ্য পাপ পরিহরি তখন সে জন।
নির্লিপ্ত সুসাম্য ভাব করেন ধারণ ॥৩॥

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে সযোহ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে ॥৪॥

ছায়াবিরহিত অবিনাশী ভগবান্।
লোহিতাদি গুণ যাঁহে নাহি বিদ্যমান॥
অশরীর পরিশুদ্ধ ব্রহ্মে যেই জন।
অবগত সেই লভে নিত্য নিরঞ্জন ॥৪॥

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্ ॥৫॥

নয়নের অগোচর পরম ঈশ্বর।
অগ্রাহ্য অব্যবহার্য্য তিনি নিরন্তর॥

কোন লক্ষণের গম্য নহেন সে জন।
কোন শব্দে ব্যপদেশ্য নহেন কখন॥
শান্ত শিব অদ্বিতীয় অচিন্ত্য ঈশ্বর।
সকল-সংসার-ধর্ম্ম-অতীত অক্ষর॥
একাত্মপ্রত্যয়সার সেই ভগবান্।
আত্মার প্রত্যয় তাঁর অস্তিত্ব-প্রমাণ॥৫॥

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা॥৬॥

পুত্র হ'তে প্রিয় এই পরম ঈশ্বর।
সকল হইতে হয় যে অন্তরতর॥
ধন হ'তে প্রিয় এই জগতের পতি।
আর আর সব হ'তে তিনি প্রিয় অতি॥৬॥

স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ॥৭॥

যে ব্যক্তি ঈশ্বর হ'তে অপর কাহারে।
অতিশয় প্রিয় বলি ঘোষয় সংসারে॥
তাহাকে যে ব্রহ্মবাদী করেন নিরাস।
তোমার যে প্রিয় তাহা পাইবে বিনাশ॥
এরূপ বলিতে তাঁর আছে অধিকার।
বাস্তবিক ঘটে তাই ভাগ্যেতে তাহার॥৭॥

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥৮॥

ব্রহ্মকেই প্রিয়রূপে কর উপাসনা।
প্রিয়রূপে ব্রহ্মনাম যে করে ঘোষণা॥
প্রমরণশীল প্রিয় নাহি হয় তার।
বেদের বচন ইহা জানিবেক সার॥৮॥

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥৯॥

দর্শন শ্রবণ তাঁরে সর্ব্বদা মনন।
নিশ্চয়রূপেতে ব্রহ্মে করিবে ধারণ॥৯॥

সবা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাঙ্ রাজা॥১০॥

সে যে এই পরমাত্মা ভূত-অধিপতি।
সকল ভূতের রাজা এই বিশ্বপতি॥১০॥

তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ। এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বএত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ॥১১॥

রথচক্র-নাভিদেশে নেমিদেশে আর।
অর সব সমর্পিত থাকে যে প্রকার॥
সেইরূপ এই ব্রহ্মে যত ভূতগণ।
সর্ব্ব দেব সর্ব্ব লোক সকল জীবন॥
এই সমুদয় জীব আছে সমর্পিত।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহার আশ্রিত॥১১॥

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ। অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতোজাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥১২॥

তোমাদের আমাদের সেই চিরন্তন।
পরব্রহ্মে প্রণিপাত করিয়া এখন॥
আত্মার সমাধি করি সহ ভগবান্।
তোমরাও কর সবে আত্মা-সমাধান॥
হে অনাদি পরব্রহ্ম জগত-নিধান।
তুমি ব্যাপি রহিয়াছ সমুদয় স্থান॥
তোমা হতে এই সব অসংখ্য ভুবন।
উৎপন্ন হইয়া স্থিতি করিছে কেমন॥১২॥

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

এই স্থানে থাকিয়াই জানিয়াছি তাঁরে।
যদি নাহি জানিতাম সেই সারাৎসারে॥
প্রাপ্ত হইতাম তবে মহাবিনাশন।
যাঁহারা জানেন এই পরম শরণ॥
তাঁহারা অমর হন আর সমুদয়।
দুঃখ পায় এ সংসারে নাহিক সংশয় ॥১৩॥

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥১৪

কারণকারণ যিনি তিনি নিরাময়।
অরূপ অনাদি সত্য অচিন্ত্য অভয়॥
যাঁহারা জানেন তাঁরে তাঁহারা অমর।
আর সকলেই দুঃখ পায় নিরন্তর॥১৪॥

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতাভবন্তি॥১৫॥

পরব্রহ্ম বিশ্বের কারণ ভগবান্।
সকল অপেক্ষা তিনি হন মহীয়ান্॥
সর্ব্বভূত-দেহ মাঝে সে জগতপতি।
অতিশয় গূঢ়রূপে করিছেন স্থিতি॥
বিশ্বের পরিবেষ্টিতা পরম ঈশ্বর।
তাঁরে জানি লোক সব হয়েন অমর॥১৫॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ॥১৬॥

তাঁ হ'তে সুব্যক্ত সব ইন্দ্রিয়ের গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত স্বয়ং নিগুর্ণ॥
সবাকার প্রভু তিনি সবার ঈশ্বর।
শরণ সুহৃৎ সকলের নিরন্তর॥১৬॥

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষপ্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥১৭॥

সকলের প্রভু এই পুরুষ মহান্।
করিবারে সুনির্ম্মলা শান্তির বিধান ॥
এই জ্ঞান-জ্যোতি ব্রহ্ম অনন্ত ঈশ্বর।
ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক তিনি হন নিরন্তর ॥১৭॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥১॥

ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
দেবগণ করে তাঁর পূজা আহরণ ॥
বিশ্বের মধ্যস্থ পূজনীয় পরাৎপর।
দেবগণ উপাসনা করে নিরন্তর ॥১॥

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ। ওঁকারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ ॥২॥

ওঁ ব্রহ্মে তোমরা ধ্যান কর অনিবার।
নির্ব্বাণপদে পার হও অজ্ঞান-আঁধার ॥
ওঙ্কার-সাধনে জ্ঞানী পায় সে অজর।
অমর অভয় শান্ত পরম ঈশ্বর ॥২॥

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো-যোনঃ প্রচোদয়াৎ ॥৩॥

সেই বিশ্বপ্রসবিতা পরম নিধান।
তাঁর বরণীয় জ্ঞান-শক্তি করি ধ্যান॥
সত অনুষ্ঠান তরে যিনি অনুক্ষণ।
মো সবারে বুদ্ধিবৃত্তি করিছে প্রেরণ॥৩॥

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ-নিরাকরণমস্তু॥৪॥

ব্রহ্ম কভু পরিত্যাগ করে নাহি মোরে।
আমি যেন পরিত্যাগ নাহি করি তাঁরে॥
আমার কর্ত্তৃক সেই ব্রহ্ম সনাতন।
পরিত্যক্ত যেন কভু না হন কখন॥৪॥

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বোমৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ॥৫॥

মৃত্যুপীড়া তোমাদের না হ'ক সতত।
এ হেতু সে বেদ্য ব্রহ্মে হও অবগত॥৫॥

যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥৬॥

যেই দেব অনলে সলিলে বিদ্যমান।
প্রবিষ্ট বিশ্ব ভুবনে যেই ভগবান্॥
বনস্পতি ওষধীতে প্রকাশ যাঁহার।
সেই দেবে বার বার করি নমস্কার॥৬॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১॥

অশব্দ অস্পর্শ তিনি অরূপ অব্যয়।
অরস অগন্ধ নিত্য অনন্ত অভয় ॥
অনাদি মহত হ'তে অতীব মহান্।
নির্ব্বিকার বিশ্বাধার পরমপুমান্ ॥
জানিয়া সে ধ্রুবজ্যোতি ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
মৃত্যুমুখ হ'তে মুক্ত হয় জীবগণ ॥১॥

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥২॥

সর্ব্বভূতে সুপ্রচ্ছন্ন ইনি অবিরত।
এ প্রযুক্ত তিনি নাহি হন প্রকাশিত ॥
একনিষ্ঠ সূক্ষ্মবুদ্ধি করিয়া চালন।
সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী তাঁরে করেন দর্শন ॥২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥৩॥

উত্তম বচন মেধা বহুল শ্রবণ।
এ সবে নহেন লভ্য ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥
যেই চায় সেই পায় নহে অন্য জন।
লভিতে সমর্থ সেই পরম শরণ॥
পরমাত্মা এইরূপে সাধক নিকট।
আপন স্বরূপ সদা করেন প্রকট॥৩॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি॥৪॥

হে জীব জাগ্রত হও করহ উত্থান।
সযতনে লভ জীব দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান॥
সর্ব্বানর্থবীজভূত বিঘোর নিদ্রায়।
বিভোর হইয়া জীব ক্রমে দিন যায়॥
শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের কাছে করিয়া গমন।
সযতনে ব্রহ্মতত্ত্ব কর অন্বেষণ॥
সুদুর্গম সুশাণিত ক্ষুরধার প্রায়।
এই পথ জ্ঞানিগণ কহেন ধরায়॥৪॥

তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বং এতদমৃতমভয়ং শান্ত-উপাসীত॥৫॥

সেই যে অভয়ামৃত অপূর্ব্ব অপার।
শান্ত ভাবে উপাসনা করিবে তাঁহার॥৫॥

তাঁহার প্রতিমা নাই জানিবেক সার।
মহদ্‌যশঃ নাম যাঁর ঘোষয় সংসার॥৫॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥৬॥

চক্ষুর গোচর নহে ইহাঁর স্বরূপ।
তাই চক্ষে দেখে নাই কেহ তাঁর রূপ॥
হৃদগত সংশয়হীন বুদ্ধিতে যখন।
পরিদৃষ্ট প্রকাশিত হয়েন তখন॥
এইরূপে যাঁরা তাঁরে অবগত হন।
অমর হয়েন তাঁরা বেদের বচন॥৬॥

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥৭॥

শুনার উপায় নাই তাই বহুজন।
লভিতে যে ব্রহ্মে নাহি পারয় কখন॥
অনেকে যাঁহার তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ।
তথাপি জানিতে নারে যে পরম ধন॥
তাঁর জ্ঞান উপদেশ করিবারে পারে।
এমত সুবক্তা অতি দুর্লভ সংসারে॥

অতিশয় সুনিপুণ হন যেই জন।
সেই জন লভে সেই পরম শরণ॥
সুনিপুণ সুশিক্ষিত জ্ঞাতাও এমন।
সুদুর্লভ জানিবেক শাস্ত্রের বচন॥৭॥

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে
মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥৮॥

বহির্বিষয়েতে মুগ্ধ অল্পবুদ্ধি জন।
সুবিস্তীর্ণ মৃত্যুপাশে বদ্ধ অনুক্ষণ॥
ধ্রুব অমৃতত্ব জানি সদা জ্ঞানবান্।
অনিত্য বস্তুর মধ্যে কিছু নাহি চান্॥

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যো-র্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥৯॥

কি করিব তাহে যাহে না হই অমর।
অমৃতের সহবাস লভি নিরন্তর॥
লয়ে যাও সতে মোরে অসত হইতে।
অন্ধকার হ'তে মোরে লও হে জ্যোতিতে॥
মৃত্যু হ'তে অমৃতস্বরূপে মোরে লও।
স্বপ্রকাশ মোর কাছে প্রকাশিত হও।

হে রুদ্র তোমার যেই প্রসন্ন বদন।
তাহা দ্বারা মোরে রক্ষা কর অনুক্ষণ ॥৯॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামাযত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥১॥

সত্য জয়যুক্ত হয় মিথ্যা কভু নয়।
সত্য-তপ-জ্ঞানে এই আত্মা লভ্য হয় ॥
ঋষিগণ এই সব করি অনুষ্ঠান।
তৃপ্ত হয়ে প্রাপ্ত হন পরম নিধান ॥১॥

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজোঽহ-প্রাণোহ্যমনাঃ। যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥২॥

স্বপ্রকাশ পূর্ণ নিরাকার নিরঞ্জন।
সবার ভিতরে যথা বাহিরে তেমন ॥
রয়েছেন বর্ত্তমান প্রাণমনহীন।
পরম ঈশ্বর সেই জনমবিহীন ॥
ক্ষীণদোষ যত্নশীল যত ধীর জন।
যেই ব্রহ্মে দৃষ্টিপাত করে অনুক্ষণ ॥২॥

যোদেবানামধিপোযস্মিন্ লোকাঅধিশ্রিতাঃ।
যঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পাদঃ সবাএষমহানজআত্মা ॥৩॥

দেবতাগণের যিনি হন অধিপতি।
যাঁহার আশ্রয়ে লোক করিতেছে স্থিতি॥
দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সব প্রাণিগণে।
যেই জন সর্ব্বদাই রাখিছে শাসনে॥
তিনি এই অজ-আত্মা অতীব মহান্।
সবার আশ্রয় এই এক ভগবান্॥৩॥

অদৃষ্টোদ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতোমন্তাঽবি-জ্ঞাতোবিজ্ঞাতা॥৪॥

কেহ দেখে নাই এই পরম আত্মারে।
কিন্তু তিনি দেখিছেন দেখ সবাকারে॥
করে নাই কেহ তাঁরে শ্রবণগোচর।
কিন্তু তিনি সব শুনিছেন নিরন্তর॥
কেহ তারে নারে কভু করিতে মনন॥
তিনি সব মনন করিছে অনুক্ষণ॥
কেহ তাঁরে হয় নাই কভু অবগত।
কিন্তু তিনি জানিছেন সকলি নিয়ত॥৪॥

স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যোন হি গৃহ্যতে॥৫॥

ইহা নহে, ইহা নহে, নহে এ প্রকার।
নির্দ্দেশ জানিবে এই পরম আত্মার॥
ইন্দ্রিয় মনের গ্রাহ্য নহেন সে জন।
কেহ তাই নারে তাঁরে করিতে গ্রহণ॥৫॥

সএষসর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ॥৬॥

সেই এই পরমাত্মা নিয়ন্তা সবার।
সবাকার অধিপতি সেই সারাৎসার॥
এ জগতে একমাত্র সেই নিরঞ্জন।
যাহা কিছু সমুদয় করিছে শাসন॥৬॥

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥৭॥

দেহের প্রকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধির মাঝার।
দুই জন প্রবিষ্ট আছেন অনিবার॥
তার মাঝে একজন আপনার কৃত।
কর্ম্মফল উপভোগ করিছে নিয়ত॥
আর জন সেই ফল করিছে প্রদান।
ব্রহ্মবিৎ তাঁরে সদা করেন সন্ধান॥
ছায়া-আতপের ন্যায় ভিন্ন পরস্পর।
করিয়া বলেন তাঁরে তত্ত্বজ্ঞানী নর॥
পঞ্চাগ্নি ত্রিণাচিকেত যত কর্ম্মিগণ॥
তাঁহারাও এইরূপ কহে সর্ব্বক্ষণ॥৭॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥১॥

যিনি ভূমা তিনি সুখ অল্পে সুখ নাই।
ভূমা ঈশ্বরই সুখ জানিবে সদাই॥
অতএব বিশেষিয়া সেই দেবদেবে।
অবগত হ'তে বাঞ্ছা সর্ব্বদা করিবে॥১॥

স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতইতি স্বে মহিম্নি ॥২॥

শিষ্য কহিলেন, গুরো! করি কৃপাদান।
কহ মোরে কোথা প্রতিষ্ঠিত ভগবান্॥
তা শুনি আচার্য্য তাঁরে দিলেন উত্তর।
স্বীয় মহিমায় স্থিত পরম ঈশ্বর॥২॥

সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ
সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ।
ঈশানোভূতভব্যস্থ সএবাদ্য সউ শ্বঃ ॥৩॥

অধোতে ঊর্দ্ধেতে তিনি সম্মুখে পশ্চাতে।
দক্ষিণে উত্তরে তিনি আছেন সবাতে॥
ত্রিকাল-নিয়ন্তা তিনি অদ্য বর্ত্তমান।
পরেতেও রহিবেন সেই ভগবান্॥৩॥

যএকোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৪॥

যিনি এক আর যিনি বরণবিহীন।
প্রজাদের প্রয়োজন জানি অনুদিন॥
বহুধা-শকতি-যোগে যেই ভগবান্।
নানাবিধ কাম্য বস্তু করিছে বিধান॥
আদি-অন্ত-মধ্যে ব্যাপ্ত যাঁহে চরাচর।
তিনি হন দীপ্যমান পরম ঈশ্বর॥
শুভবুদ্ধি মো সবারে করুন প্রেরণ।
তাঁহার চরণে মোরা লইনু শরণ॥৪॥

সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো-
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥৫॥

সংসার সাকার বস্তু সমুদয় কাল।
এ সব হইতে শ্রেষ্ঠ সেই মহাকাল॥
অতএব ভিন্ন বলি জানহ তাঁহার।
যাঁহাতে পরিবর্ত্তিত হয় এ সংসার॥

ধর্ম্মাবহ পাপনুদ ঐশ্বর্য্যের স্বামী।
একমাত্র অদ্বিতীয় সে অন্তর্যামী॥
সবার আত্মস্থ যিনি বিশ্বের আশ্রয়।
মঙ্গলস্বরূপ যিনি অমৃত অভয়॥
বিশ্বের পরিবেষ্টিতা একমাত্র তিনি।
তাঁরে জানি পায় জীব দেথহ আপনি॥
অতিশয় শান্তি; ইথে নাহিক সংশয়।
বেদের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥৫॥

সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ
কালকালোগুণীসর্ব্ববিদ্যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥৬॥

বিশ্বকর্ত্তা বিশ্ববেত্তা তিনি প্রজ্ঞাবান্।
সকল আত্মার শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্॥
গুণধাম প্রজ্ঞাবান্ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।
ত্রিকালের কর্ত্তা বলি খ্যাত চরাচর॥
জড় কিম্বা জীব আছে যা' কিছু সংসারে।
সবার পালক রূপে জানহ তাঁহারে॥
সকল গুণের তিনি হন মহেশ্বর।
তাঁহাকে জানিতে বাঞ্ছা কর নিরন্তর॥
সংসারের স্থিতিবন্ধমোক্ষের কারণ।
একমাত্র হন সেই জগতজীবন॥৬॥

সতন্ময়োহ্যমৃতঈশসংস্থো-
জ্ঞঃ, সর্ব্বগোভুবনস্যাস্য গোপ্তা
য ঈশেঽস্য জগতোনিত্যমেব
নান্যোহেতুর্ব্বিদ্যতঈশনায়।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥৭॥

অমৃত চৈতন্যময় পরম ঈশ্বর।
সর্ব্বস্বামীরূপে স্থিত তিনি নিরন্তর॥
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্রগামী ভুবনপালক।
নিখিল বিশ্বের যিনি নিত্য নিয়ামক।
বিশ্বশাসনের আর অন্য হেতু নাই।
তাঁহার শাসনে বাঁধা রয়েছে সবাই॥
আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক সেই নিরঞ্জন।
মুমুক্ষু হইয়া আমি লইনু শরণ॥৭॥

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥৮॥

তিনি এই পরব্রহ্ম নাম তাঁর সত্য।
শান্ত সুমঙ্গলরূপে বিরাজেন নিত্য॥
নিষ্কল নিষ্ক্রিয় নিরবদ্য নিরঞ্জন।
মুক্তির পরম সেতু তিনি মাত্র হন॥

দগ্ধদারুবিনিঃসৃত অনল সমান।
সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁরে দেখ দীপ্যমান ॥৮॥

সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ ॥৯॥

তিনি এই লোকভঙ্গবারণকারণ।
সেতুরূপে সমুদয় করিছে ধারণ॥
অহোরাত্রপরিচ্ছেদ্য নহেন ঈশ্বর।
জরামৃত্যুশোকাতীত তিনি নিরন্তর ॥৯॥

য আত্মাঽপহত- পাপ্মাবিজরোবিমৃত্যুর্বিশো-কোবিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনু-বিদ্য বিজানাতি ॥১০॥

যেই ব্রহ্ম পাপশূন্য অজর অমর।
ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জ্জিত অশোক ঈশ্বর।
যে জন সত্যসঙ্কল্প যিনি সত্যকাম।
সেই জনে অন্বেষণ কর অবিরাম॥
তাঁহাকে জানিতে বাঞ্ছা করহ বিশেষ।
তাঁহাকে জানিলে সব জানা হয় শেষ॥
যেই জন পরব্রহ্মে করে অন্বেষণ।
অন্বেষিয়া তাঁরে যিনি অবগত হন॥

মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করে আচরণ।
সেইরূপ লভে গতি বেদের বচন॥
সাধুকর্ম্ম করে যেই সাধু হয় সেই।
পাপী হয় সেই জন পাপ করে যেই॥
পুণ্যকর্ম্মফলে আত্মা পবিত্র যেমন।
পাপকর্ম্মফলে আত্মা পঙ্কিল তেমন॥৩॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥৪॥

অবিবেকী সেই জন সদা মন যার।
নহে বশীভূত; সৌম্য জানিবে তাহার॥
ইন্দ্রিয় সকল দুষ্ট ঘোটক যেমন।
সারথির বশে নাহি থাকে কদাচন॥৪॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥৫॥

যে জন স্ববশ-চিত্ত যিনি জ্ঞানবান্।
ধর্ম্মপথে যেই জন সদা মতিমান্॥
তাঁহার ইন্দ্রিয় বশে থাকে অনুক্ষণ।
সারথীর বশীভূত অশ্বের মতন॥৫॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥৬॥

সর্ব্বদা অবশ-চিত্ত যে জন অজ্ঞান।
অপবিত্র রহে করি পাপ অনুষ্ঠান॥

সে জন সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত নাহি হয়।
কিন্তু সে সংসার-গতি লভয় নিশ্চয় ॥৬॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়োন জায়তে ॥৭॥

জ্ঞানবান্ শুদ্ধচিত্ত সদা যার মন।
বশীভূত জান ভদ্র ; তুমি অনুক্ষণ ॥
সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন সেই নর।
যাঁ হ'তে প্রচ্যুতি আর নাহি অতঃপর ॥৭॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং
পদম্ ॥৮॥

বিজ্ঞান সারথি যাঁর রজ্জু যাঁর মন।
সদা বশীভূত যাঁর এই দুই জন ॥
সংসারের পার সর্ব্বব্যাপী সে অক্ষর।
ব্রহ্মের পরম পদ পায় সেই নর ॥৮॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং ॥৯॥

যখন মানব চক্ষু উন্মিলন করে।
সুবিস্তৃত বস্তুজাত দেখয় অম্বরে ॥
সে পরম ব্রহ্মপদ সদা জ্ঞানিগণ।
সেই রূপে জ্ঞানচক্ষে করেন দর্শন ॥৯॥

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধোজনাঃ ॥১০॥

দুর্ব্বুদ্ধি অজ্ঞান জন হইলে মরণ।
সেই সমুদয় লোকে করয় গমন॥
যে সকল লোক হয় আনন্দ-বিহীন।
নিবিড়তমসাবৃত যাহা অহুদিন॥১০॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি ॥৩॥

ব্রহ্মবিৎ শান্ত দান্ত আর উপরত।
তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া নিয়ত॥
আত্মাতেই পরমাত্মা করেন দর্শন।
সংক্ষেপেতে জানিবে এই বেদের বচন॥১॥

নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপোবিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি ॥২॥

ইহাঁকে করিতে স্পর্শ পাপ নাহি পারে।
ইনি সমুদয় পাপ অতিক্রম করে॥

পাপ এঁরে তাপ দিতে না পারে কখন।
সকল পাপের ইনি সন্তাপক হন॥
নিষ্পাপ নির্ম্মলচিত্ত হ'য়ে নিঃসংশয়।
ব্রাহ্মণ হয়েন ইনি জানিবে নিশ্চয়॥২॥

সমোদতে মোদনীয়ংহি লব্ধ্বা। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি॥৩॥

আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মে লভিয়া সে জন।
অতুল আনন্দ ভোগ করে অনুক্ষণ॥
শোক হ'তে সমুত্তীর্ণ হয়েন বিদ্বান্।
পাপ তাপ অতিক্রম করি তিনি যান॥
হৃদয়ের গ্রন্থি হ'তে বিমুক্ত হইয়া।
অমৃত হয়েন তিনি অমৃতে লভিয়া॥৩॥

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্॥৪॥

সত্য হ'তে বিচ্ছিন্ন না হবে কদাচন।
ধর্ম্ম হ'তে বিচ্ছিন্ন না হইবে কখন।
শুভ কর্ম্ম হ'তে নাহি বিচ্ছিন্ন হইবে।
সনাতন ধর্ম্ম এই সংক্ষেপে জানিবে॥৪॥

সত্যং বদ। সমূলোবা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি॥৫॥

সত্য কহ, মিথ্যা কথা কহে যেই জন।
সমূলে সে শুষ্ক হয় বেদের বচন॥৫॥

ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ॥৬॥

ধর্ম্ম আচরণ কর ধর্ম্ম-পর আর।
কিছু নাহি এ সংসারে জানিবেক সার॥
সকলের পক্ষে ধর্ম্ম মধুর সমান।
এ হেন ধরম না ত্যজিবে মতিমান্ ॥৬॥

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্ ॥৭॥

শ্রদ্ধার সহিত দান বেদে ইহা কয়।
অশ্রদ্ধার সহ দান উচিত না হয় ॥৭॥

মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবো-ভব ॥৮॥

মাতা পিতা জ্ঞানদাতা এই তিন জন।
ইহাঁদের দেবতুল্য জান অনুক্ষণ ॥৮॥

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি ॥৯॥

অনিন্দিত কর্ম্ম যাহা, কর প্রাণপণে।
নিন্দিত যে সব, তাহা ত্যজহ যতনে ॥৯॥

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি ॥১০॥

আমরা করিয়া থাকি যে যে সদাচার।
সে-সবার অনুষ্ঠান কর অনিবার॥
তাহা ভিন্ন অন্য যাহা কভু না করিবে।
বেদের আদেশ এই সংক্ষেপে জানিবে ॥১০॥

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥১১॥

এ সকল সদুপায় করিয়া আশ্রয়।
যে বিদ্বান্ ব্রহ্ম-লাভে যত্নশীল হয়॥
তাঁর আত্মা ব্রহ্মধামে করেন প্রবেশ।
ভূমানন্দ-ভোগ তাঁর নাহি হয় শেষ॥১১॥

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥১২॥

শুন শুন অমৃতের যত পুত্রগণ।
দিব্যধামে অধিষ্ঠিত যাঁরা অনুক্ষণ॥১২॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥১৩॥

জানিয়াছি আমি এই পুরুষ মহান্।
তিমির-অতীত জ্যোতির্ময় ভগবান্॥
তাঁহাকেই জানি মৃত্যু করে অতিক্রম।
সাধকের নাহিক অন্য পথ অন্য ক্রম॥
মুক্তিলাভ তরে এই জানিয়াছি সার।
তাহা ছাড়া অন্য গতি নাহি দেখি আর॥১৩॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ॥১৪॥

জাঁহাতে নিত্য স্থিতি করিছেন যিনি।
একমাত্র জানিবার যোগ্য হন তিনি॥
তারপর জানিবার যোগ্য কিছু নাই।
অতএব তাঁহাকেই জানিবে সদাই॥১৪॥

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা-
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥১৫॥

ইহাঁকে সম্যক্ লাভ করি ঋষিগণ।
জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত তাঁরা হন সর্ব্বক্ষণ॥
কৃতাত্মা প্রশান্ত আর হন বীতরাগ।
ক্রমশই তাঁর প্রতি বাড়ে অনুরাগ॥
সেই সব যুক্ত-আত্মা যত ধীরগণ।
সর্ব্বত্র পাইয়া সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন॥
সকলেতে তাঁরা সবে করেন প্রবেশ।
তাঁহারে লভিতে বাঞ্ছা করিবে বিশেষ॥১৫॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণাভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্ত সৌম্য
সসর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ॥১৬॥

ইন্দ্রিয় সকল জীব সমুদয় প্রাণ।
সমুদয় ভূত যাহে করে অবস্থান॥

সেই অবিনাশী ব্রহ্মে জানেন যে জন।
হে সৌম্য সকল তিনি অবগত হন॥
সকলেতে সেই জন করেন প্রবেশ।
তাঁহারে জানিতে বাঞ্ছা করিবে বিশেষ॥১৬॥

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥১৭॥

এ অসীম আকাশেতে যেই জ্যোতির্ম্ময়।
অমৃত পুরুষ সদা নিমগন রয়॥
সর্ব্বদা সকল তত্ত্ব জানিছেন যিনি।
একমাত্র বেদ্য ব্রহ্ম জানিবেক তিনি॥
এ আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময়।
মহান্ পুরুষ সদা নিমগন রয়॥
সাধক তাঁরেই শুধু জানিয়া মরণ।
অতিক্রম করে, ইহা বেদের বচন॥
তা ছাড়া মুক্তির আর অন্য পথ নাই।
তাঁহারে জানিতে বাঞ্ছা করিবে সদাই॥১৭॥

উক্তা তউপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাব তউপনিষদমব্রূমেত্যুপনিষৎ॥১৮॥

উপনিষদ্ উক্ত হ'ল তোমার নিকট।
ব্রহ্মোপনিষৎ আমি করিনু প্রকট॥

এ উপনিষৎ হয়, এ উপনিষদ্।
ইঁহার আশ্রয়ে জীব লভে ব্রহ্মপদ ॥১৮॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথোবলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

বাক্য প্রাণ চক্ষুঃ শ্রোত্র ইন্দ্রিয় সকল।
আমার সকল অঙ্গ সমুদয় বল ॥
এ সবারে পরিতৃপ্ত করুন ঈশ্বর।
উপনিষদের বেদ্য মঙ্গল-আকর ॥
সর্ব্বান্তরযামী সেই পুরুষ মহান্।
করুন সবার তিনি মঙ্গল বিধান ॥
ব্রহ্ম মোরে পরিত্যাগ করেনি কখন।
আমি ব্রহ্মত্যাগী না হইব কদাচন ॥
সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন ঈশ্বর।
অত্যক্ত আমারি দ্বারা থাক্ নিরন্তর ॥
পরম আত্মাতে আমি নিয়ত নিরত।
পরব্রহ্ম রক্ষা মোরে করুন সতত ॥

উপনিষদেতে উক্ত ধর্ম্ম যে সকল।
হউক আমাতে তাহা হ'ক অবিরল॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

ইতি ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্তা।

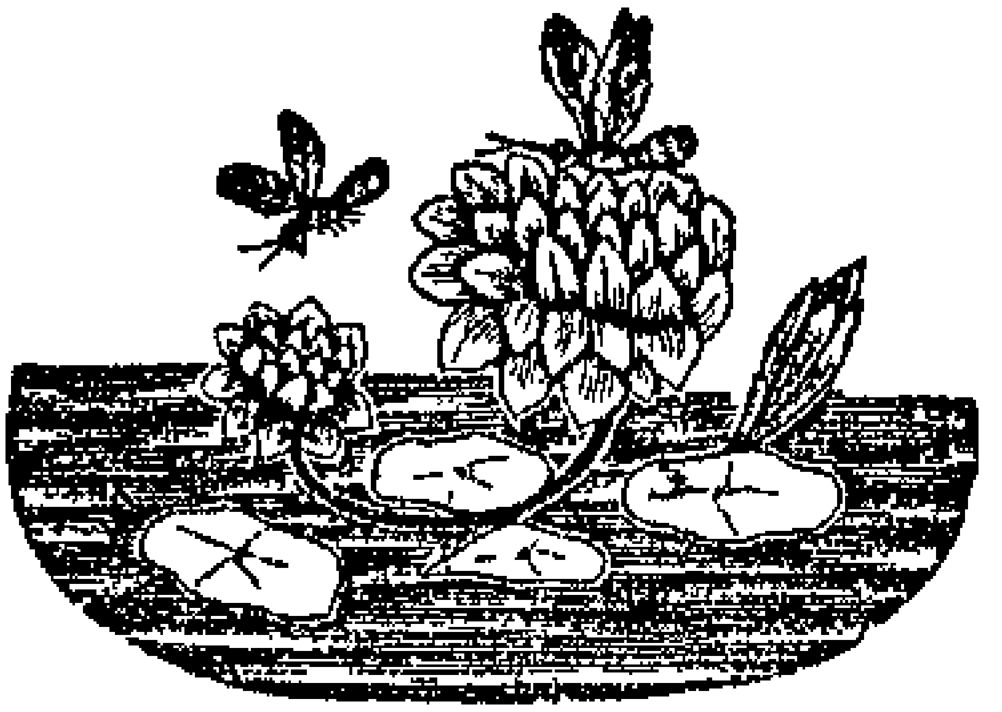

BENGAL LIBRARY
6 APR 1964

বিজ্ঞাপন।

বিশ্বজীবন-কার্য্যালয়ে বিক্রেয়

পুস্তকের তালিকা।

১।	বিশ্বজীবন ১ম খণ্ড	মূল্য ১॥০ টাকা,	ডাঃ মাঃ	৵০ আনা
২।	ব্রহ্মবিদ্যা	" ‖৵০ আনা,	"	৴১০ পয়সা।
৩।	মণিরত্নমালা	" ৵০ আনা,	"	"
৪।	মোহমুদ্গর	" ৴০ আনা,	"	"
৫।	কৃষিবিদ্যা (শ্রীমন্মহর্ষি-পরাশরবিরচিতা)	" ।০ আনা,	"	"
৬।	রামকৃষ্ণপদাবলী	" ৵০ আনা,	"	"
৭।	বঙ্গদেশ ও বঙ্গমঙ্গল	" ৵০ আনা,	"	"
৮।	অনুশাসনম্	" ।৵০ আনা,	"	"

বিশ্বজীবন-কার্য্যালয়,
ডায়মণ্ডহারবার।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি,
বিশ্বজীবন-সম্পাদক।